মেহেরপুরে কৃষক সমাবেশ উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ কৃষক জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে সারাদেশে ৩ মাস ব্যাপী ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সমাবেশের অংশ হিসাবে মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়ন কৃষকদলের উদ্যোগে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রাধাকান্তপুর কৃষকদলের আয়োজনে আজ শুক্রবার (১৩ ডিসেম্বর) বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলা বুড়িপোতা ইউনিয়নের রাধাকান্তপুরে এ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বুড়িপোতা ইউনিয়ন কৃষকদের সভাপতি আবু সেলিমের সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন।

মোঃ রফিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় এসময় মেহেরপুর জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ সেন্টু, বিএনপি নেতা মুক্তা, মণি, আমিরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও এসময় সভায় স্থানীয় কৃষক নেতৃবৃন্দ এবং ইউনিয়নের কৃষকরা উপস্থিত ছিলেন। তারা কৃষকদের অধিকার রক্ষা, কৃষি খাতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং তাদের দাবি আদায়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেন।

মুজিবনগরে জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার লক্ষে সারাদেশে ৩ মাসব্যাপী ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক-সমাবেশের অংশ হিসাবে মুজিবনগরের দারিয়াপুর ইউনিয়নে কৃষক-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্প্রতিবার বিকালে দারিয়াপুর ইউনিয়ন কৃষকদলের আয়োজনে পুরন্দরপুর মোড়ে কৃষকদলের আয়োজনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

দারিয়াপুর ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি রিপন আহম্মেদের সভাপতিত্বে উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষকদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ সাধারন সম্পাদক মফিজুর রহমান লিটন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের আহব্বায়ক মাহাবুব রহমান, সদস্য সচিব মিজানুর রহমান।

এ সময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের আহব্বায়ক আরমান আলী, সদস্য সচিব কুন্নত মিয়া, মোনাখালী ইউনিয়ন কৃষকদলের সাধারন সম্পাদক ইউনূচ আলী, দারিয়াপুর ইউনিয়ন কৃষকদলের সাধারন সম্পাদক হাবিবুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহব্বায়ক আবুল হাসান, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির।

কৃষক সমাবেশে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং বেগম খালেদা জিয়া বাংলার কৃষকদের উন্নয়নের জন্য যেসব কার্যক্রম করেছিলেন সেই সব উন্নয়ন মূলক তথ্য তুলে ধরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের লেখা একটি পত্র উপস্থিত কৃষকদের মাঝে পাঠ করে শোনানো হয়।

সেই সাথে তৃণমূলের কৃষকরা তাদের সমস্যার কথা, তারেক রহমানের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য সমাবেশে তুলে ধরেন।

ঝিনাইদহে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

‘ভিক্ষা নয় অধিকার চাই, কৃষক পরিবারের দাবির পুর্ণতা চাই’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে কৃষক সমাবেশ- ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (২১ অক্টোবর) সকালে শহরের শিশু একাডেমী মিলনায়তনে ‘কৃষক পরিবার’র ব্যানারে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নূর-এ-নবীর’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায়।

বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) ইমরান জাকারিয়া, জেলা ড্রাগণ চাষী সকল্যাণ সমিতির সভাপতি টিপু সুলতান ও সাধারণ সম্পাদক আহসুনুল হাবিব ডন, মুক্তা চাষ বিশেষজ্ঞ ড. মোঃ নজরুল ইসলাম, এ্যাভোকাডো চাষী হারুনর রশিদ প্রশূখ ।

অনুষ্ঠানে কৃষক পরিবারের পক্ষ থেকে ১২দফা সুর্নিদিষ্ট প্রস্তাবনা তুলে ধরে আলোচনা করেন কৃষি উদ্যোক্তা কামরুজ্জামান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মুস্তাফিজুর রহমান টুটুল।

অনুষ্ঠানে বক্তারা, সার সিন্ডিকেট বন্ধ, ফসল বীমা, সরকারি অফিসে কৃষকদের কাজের অগ্রাধিকার, উপজেলা পর্যায়ে হিমাগার স্থাপনা, ডিজেলের দাম কমানোসহ কৃষি ক্ষেত্রে কর্মরত অবস্থায় কৃষক মারা গেলে রাষ্ট্রীয় সম্মানা প্রদাণসহ কয়েকটি দাবী পেশ করেন।

দিনব্যাপী সমাবেশে জেলার বিভিন্ন উপজেলার সাড়ে ৩’শ কৃষক এ সমাবেশে অংশ নেয়।

মেহেরপুরে কৃষি সচিবের ব্যস্ততম দিন পার

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ দিবস ও কৃষক সমাবেশে এসে ব্যস্ত দিন পার করেছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তার।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলার ৫ শত কৃষকদের নিয়ে মাঠ দিবস ও কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (২৫ নভেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার ইছাখালীতে এই মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ বাদল চন্দ্র বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ও মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আলমগীর হোসেনের সঞ্চালনায় মাঠ দিবস ও কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহাবুবুল পাটোয়ারী, যুগ্ম সচিব এনামুল হক, মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান, কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক ড. সুজিত সাহা রায়, কৃষি বিপনণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সিফাত মেহেনাজ, প্রকল্প পরিচালক ড. মেহেদী মাসুদ,ঝিনাইদহ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আজগর আলী,কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক ড.হায়াত মাহমুদ, মাগুরা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক সুফি মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক বিভাস চন্দ্র সাহা, কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোখলেসুর রহমান প্রমুখ।

মাঠ দিবসে অংশ নেয়ার আগে তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগরে কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আলুর প্রদর্শনী প্লট পরিদর্শন করেছেন।

এর আগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তার মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি সদর উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে রাখেন।

উল্লেখ্য, সচিব ওয়াহিদা আক্তার ২০০৮-২০০৯ সালে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

মেহেরপুরের খোকসায় শস্য কর্তন

ও কৃষক সমাবেশ

মেহেরপুর সদর উপজেলায় কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে রবি মৌসুমে বোরো ধানের সমলয়ে চাষাবাদের শস্য কর্তন ও কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার বিকেলে সদর উপজেলার খোকসা মাঠে এই শস্য কর্তন ও কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ শংকর কুমার মজুমদারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রশাসন কামরুল আহসান। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহমেদ চুন্নু, বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহজামান, শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতি, আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, জেলা কৃষক লীগের সভাপতি মাহবুবুল আলম শান্তি প্রমূখ।

মুজিবনগরে কৃষক সমাবেশে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি বলেছেন, শেখ হাসিনা সরকার কৃষিবান্ধব সরকার। যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় থাকে তখন কৃষকদের দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়, আকাশ থেকে কালো মেঘ দূর হয়ে যায়, কৃষকরা স্বস্তি পায় কারণ তারা জানে তারা সার পাবে তেল পাবে উন্নত মানের বীজ পাবে। তিনি মাঠের পরে মাঠ রাস্তা করে দিয়েছেন। তিনি জানেন কৃষক ভালো থাকলে দেশের মানুষ ভালো থাকবে দেশ ভালো থাকবে।

আজ আমরা সেই দুর্বিসহ দিনের কথা ভুলে গেছি।২০০৮ সালের আগে দেশে সারের যে অব্যবস্থাপনা ছিলো। কৃষকরা ঠিক মত সার পাচ্ছিলেন না,

যুগ্নসম্পাদক এড: ইব্রাহিম শাহীন, মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমান হোসেন মিলু, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

কৃষক সমাবেশে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ যুব মহিলা লীগ, ছাত্রলীগ সহ উপজেলা কৃষক লীগ এবং ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কৃষক লীগের নেতা কর্মীবৃন্দ উপস্হিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় কৃষকলীগের কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামীলীগের সভাপতি কৃষকরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা এম.পি -এর নির্দেশনায় কৃষকবান্ধব সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের চিত্র গ্রামীণ জনপদে তুলে ধরতে আলমডাঙ্গা উপজেলায় কৃষক সমাবেশ-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেল ৫ টায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চে এ কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক।

প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষকলীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা মহাবুব উল আলম।

তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন- বাংলাদেশ এখন কৃষি সম্মৃদ্ধি দেশের তালিকায় অন্যতম। জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে কৃষকলীগ সাধারণ মানুষের দৌঁড় গোড়ায় পৌছে গেছে। দেশ উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষকলীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পানু, কুঠির শিল্প বিষয়ক সম্পাদক শাহিনুর রহমান, কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক কৃষিবিদ আশরাফুল ইসলাম স্বপন, বেসরকারি সংস্থা বিষয়ক সম্পাদক এ্যাডভোকেট মিরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোমিন মন্ডল, চুয়াডাঙ্গা সম্মেলন

প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক ও জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কবির, মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, জেলা সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান মাজু।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক বজলুল করিম, সহ-সভাপতি হারুন অর রশিদ, আমিরুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক, সাংগঠনিক সম্পাদক আজিবর রহমান, পৌর কৃষকলীগের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা সৌমেন্দ্রনাথ সাহা, আশাদুল আলম মন্টু প্রমূখ।

চুয়াডাঙ্গার দৌলাৎদিয়াড়ে আঞ্চলিক তুলা উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনে কৃষক সমাবেশ

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলুকদিয়া ইউনিয়নের দৌলাৎদিয়াড় দক্ষিণপাড়ার জান্নাতুল মাওয়া হাফিজিয়া এতিমখানা প্রাঙ্গনে আঞ্চলিক তুলা উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনে এবং তুলা গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্পের অর্থায়নে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক তুলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা কৃষিবিদ শেখ আল্-মামুনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা তুলা উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত পরিচালক ড.শেফালী রানী মজুমদার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা তুলা উন্নয়ন বোর্ডের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ জাফর আলী, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রাজীব হাসান কচি ও আলুকদিয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আক্তাউর রহমান মুকুল এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য আব্দুর রহমান হাবলু।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন তুলা চাষী কামরুজ্জামান সজল ও সাইফুল

ইসলাম।

প্রধান অতিথি ড.শেফালী রানী মজুমদার বলেন, তুলা চাষে উচ্চফলনশীল জাতের বীজ ব্যবহার করা হচ্ছে। তুলা উৎপাদনের পর বিক্রি ব্যবস্থা ঝাঁমেলামুক্ত। চাষীদের টাকা পেতে সমস্যা হয়না। চাষের ক্ষেত্রে সে কারনে চাষীরা এগিয়ে আসছে। সমাবেশে শতাধিক তুলা চাষী উপস্থিত ছিলেন।

হরিণাকুণ্ডুতে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

“ভিক্ষা নয় অধিকার চাই, কৃষক পরিবারের দাবির পূর্ণতা চাই” এই শ্লোগানে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (২১নভেম্বর) উপজেলার তোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে দুপুর থেকে এই সমাবেশ শুরু হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুস্মিতা সাহার সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখে জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন, সরকারী লালন শাহ কলেজের অধ্যক্ষ রেজাউর রহমান, সহকারী কমিশনার ভূমি তানভীর রহমান, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ হাফিজ হাসান, রঘুনাথপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বশির উদ্দীন, হরিণাকুণ্ডু কৃষি ব্যাংকের ম্যানেজার মানজুরুল ইসলাম, জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার মুস্তাফিজুর রহমান, সহকারী শিক্ষক অমিরুল ইসলাম, মহিলা উদ্যোক্তা নাসরিন নাহার, কৃষক গোলাম মোস্তফা, মতিয়ার রহমান প্রমূখ বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া কৃষকদের দাবি ও অধিকারের কথা তুলে ধরে বক্তব্য উপস্থাপন করেন কৃষক সমাবেশের মূল উদ্যোক্তা কৃষক মোঃ কামরুজ্জামান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন খুরশিদ সোয়াইব বাবুল।

এ সমাবেশে উপজেলার ১৩২ গ্রামের শত শত কৃষক উপস্থিত ছিলেন। সভায়

কৃষক পরিবারের পক্ষ থেকে ১০জন অস্বচ্ছল প্রতিবন্দ্বীর মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়।

সমাবেশের উদ্যোক্তা কৃষক কামরুজ্জামান বলেন কৃষকরা দেশের মূল চালিকা শক্তি হলেও কৃষকদের সঠিক ভাবে মূল্যায়ন করা হয়না, কৃষকদের নানা ভাবে ঠকানো হচ্ছে। মধ্যস্বত্তভোগিরা বিশেষ করে ফড়িয়া, বাজার মালিক, মহাজন, এমনকি দেশের বাজার ব্যবস্থাপনার কারনেও কৃষকদের ঠকানো হচ্ছে।

তিনি উল্লেখ করেন, কৃষকরা পণ্যের ন্যায্য মূল্য পান, তার উপরে বিভিন্ন ধরণের তাল বাহনা করে কৃষকদের নিকট থেকে পন্য নিয়ে নেওয়া হয়, যেমন প্রতি মনে (৪০ কেজি) ২কেজি ঢলতা নেয়, বাজারের খাজনা প্রতি মনে ১কেজি, ঝাড়ুদার প্রতি মনে ১কেজি এভাবে বাজারে পন্য নিলে মনপ্রতি ৪ থেকে ৫কেজি চলে যায়। এছাড়া অন্য কৃষকরা বলেন, কৃষি পণ্যের উৎপাদন খরচ কয়েক গুন বেড়ে গেছে যেমন জ্বালানী তেল, সার, কীট নাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি, কৃষি শ্রমিকের, পরিবহন খরচ সব বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু সেভাবে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়নি, তারা কৃষি পণ্যের নির্ধারিত মূল্য নির্ধারণের দাবি এবং কৃষকদের অবসর ভাতা চালুর দাবি জানান।

সমাবেশে প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিরা কৃষকদের দাবির সাথে একমত পোষন করে বলেন, সকল ক্ষেত্রে কৃষকরা অগ্রাধিকার পাবেন, স্বল্পসুদে কৃষিঋন প্রদান করা হচ্ছে, তাছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন, যেমন কৃষি ভর্তুকি দ্বিগুন করেছে। কৃষকদের সকল ধরণের বীজ, সারসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। কৃষকরা আর পিছিয়ে থাকবেনা বলেও বক্তার জানান।

কুষ্টিয়ায় নবান্ন উৎসব ও কৃষক সমাবেশে

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব কৃষিবিদ সায়েদুল ইসলাম বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষিতে বিপ্লব এনেছেন, সব রকমের

সহযোগিতা দিয়ে সবসময় কৃষকের পাশে থেকেছেন। তার লক্ষ্য শুধু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনই নয়, বরং কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকের জীবনমানকে উন্নত করা; গ্রামকে শহরে রূপান্তর করা।

বুধবার বিকেলে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার জুংগলী গ্রামে ব্রি-ধান ৭৫ ও ব্রি-ধান ৮৭ এর নমুনা শস্য কর্তন এবং নবান্ন উৎসব ও কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

সচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির ফলে দেশে কৃষি উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। সরকারের এখন লক্ষ্য হলো এই অর্জনকে টেকসই করার পাশাপাশি সকলের জন্য পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা দেওয়া।

কৃষি উন্নয়নে যে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জিত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সবচেয়ে বড় অর্জন হচ্ছে প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী উচ্চ ফলনশীল আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এই পর্যন্ত ১০৮টি (১০১টি ইনব্রিড ও ৭টি হাইব্রিড) উচ্চ ফলনশীল আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। অজৈব ঘাত সহনশীল যেমন লবণাক্ততা, বন্যা, খরা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। পাশাপাশি জনসংখ্যা বৃদ্ধি, চাষযোগ্য জমি হ্রাসসহ নানা কারণে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ধরে রাখা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে চলেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো: শাহজাহান কবীর এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবীদ মো: বেনজীর আলম।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহযোগীতায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট আঞ্চলিক কার্যালয় কুষ্টিয়া এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. হায়াত মাহমুদ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট আঞ্চলিক কার্যালয় কুষ্টিয়ার ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান মো: মাহবুবুর রহমান দেওয়ান, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট আঞ্চলিক কার্যালয় কুষ্টিয়ার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

মো: ইফতেখার উদ্দিন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা খ. দিল আফরোজ, কুমারখালী উপজেলা কৃষি অফিসার দেবাশীষ বিশ্বাস, কৃষক খসরুজ্জামানসহ।

পরে কৃষকদের মাঝে বিনামুল্যে গম বীজ, রাসায়নিক সার ও ৫জন কৃষকের মাঝে পাওয়ারটিলার ও দুইজন কৃষকের মাঝে ড্রাম সিডার বিতরণ করা হয়।